# বচন

## ভূমিকা

বচন ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। বচনের অর্থ সংখ্যা সম্পর্কিত ধারণা। বচন ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার ভেতরে পড়ে। তাই ভাষার সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে হলে বচনের ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনা প্রয়োজন।

## পাঠ ১

### উদ্দেশ্য

**এ পাঠটি পড়ে আপনি-**

* বচনের সংজ্ঞা জানতে ও লিখতে পারবেন।
* বচন কত প্রকার ও কি কি তা লিখতে ও বলতে পারবেন।

### সংজ্ঞা :

যার দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু, গুণ ইত্যাদির সংখ্যা নির্দেশ করা যায় তাকে বচন বলে। সুতরাং যার সংখ্যা হয়, গোনা যায় কেবল তারই বচন হয়, যার গণনা বা সংখ্যা হয় না তার বেলায় বচন ভেদের প্রশ্নই আসে না।

যেমন- মেয়ে-মেয়েরা, গরু-গরুগুলি, টেবিল-টেবিলগুলি।

কিন্তু পানি, দুধ, তেল ইত্যাদির বচন হয় না। কারণ পানিকে একটি পানি বা দুটি পানি বলা যায় না।

**বাংলা ভাষায় বচন দুপ্রকার : একবচন ও বহুবচন**। বাংলায় দ্বিবচন নেই। কোন কোন ভাষায় তিনটি বচন পাওয়া যায়। যেমন- সংস্কৃত, প্রাচীন গ্রীক, আরবি ও সাঁওতালি ভাষায় তিনটি বচনের রূপ পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক ভাষায় সাধারণত দুটি বচনই ব্যবহৃত হয়।

বাংলা ভাষায় কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদেরই বচনভেদ আছে। অন্যান্য পদের বচন হয় না। যেমন-

ক. আমার ছোটভাই স্কুলে পড়ে। (একবচন)

↓ ↓

সর্বনাম বিশেষ্য

খ. আমাদের ছোট ভাইয়েরা স্কুলে পড়ে। (বহুবচন)

↓ ↓

সর্বনাম বিশেষ্য

দুটো বাক্যে দেখা যাচ্ছে বচনভেদে সর্বনাম এবং বিশেষ্য পদের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন- আমার (একবচন), আমাদের (বহুবচন), ছোটভাই (একবচন), ছোট ভাইয়েরা (বহুবচন), কিন্তু বিশেষণ পদ 'ছোট এবং ক্রিয়াপদ 'পড়ে'র রূপ একই আছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

১। বচন বলতে কি বোঝায়?

ক. যা শব্দ চিনতে সাহায্য করে
খ. যা পদ চিনতে সাহায্য করে
গ. যা লিঙ্গ চিনতে সাহায্য করে
ঘ. যা সংখ্যা বুঝতে সাহায্য করে

২। বাংলা ভাষায় কোন কোন পদের বচনভেদ আছে?

ক. বিশেষ্য ও সর্বনামের
খ. বিশেষ্য ও বিশেষণের
গ. অব্যয় ও ক্রিয়ার
ঘ. বিশেষণ ও ক্রিয়ার

৩। বাংলা ভাষায় ‘বচন’ কত প্রকার?

ক. চার প্রকার
খ. দু প্রকার
গ. তিন প্রকার
ছ. ছয় প্রকার

৪। কোন কেন ভাষায় তিন প্রকার বচন আছে?

ক. প্রাচীন গ্রীক, সংস্কৃত, আরবি ও সাঁওতাল
খ. কোন ভাষায় নেই
গ. সাঁওতাল, জার্মান, ফরাসি
ঘ. বাংলা, ইংরেজি, আরবি

**উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।**

### উত্তরমালা

১. ঘ  ২. ক  ৩. খ  ৪. ক

# পাঠ ২

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠটি পড়ে আপনি-**

* একবচন কাকে বলে তা বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* কি কি উপায়ে একবচন গঠিত হয় তা লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যে শব্দের সাহায্যে কোন ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর একটিমাত্র সংখ্যা বোঝায় তাকে একবচন বলে।

যেমন- মেয়ে, মেয়েটি, আমি, তুমি, পাখি, পাখিটি, ফুল, কবিতা ইত্যাদি।

বাংলায় একবচনের জন্য বিশেষ কোন প্রত্যয় বা বিভক্তি নেই। শব্দের মূল রূপটিকেই একবচন বোঝায়। তবে মাঝে মাঝে বিশেষ্যের পর টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি, গাছ ইত্যাদি প্রত্যয় বাচক শব্দ যুক্ত হয়ে একবচন বোঝানো হয়। যেমন- একটি পাখি, পাখিটি, আমটি, একগাছাচুড়ি, চুড়িটি, গাছটি, বইখানা, লাঠিগাছা, মালাগাছি ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণে দেখা গেছে কখনো কখনো বিশেষ্য শব্দের পূর্বে এক, একজন, একটি বসে এক বচনের অর্থ প্রকাশ করেছে। আবার যদি বিশেষ্য শব্দের পর টা, টি, খানা ইত্যাদি যোগ করা হয় তাহলে সেটি নির্দিষ্ট একটি জিনিস বা ব্যক্তিকে বোঝায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. একবচন কাকে বলে? উদাহরণ সহ লিখুন।

২. নিচের শব্দগুলোকে একবচন রূপে বাক্যে প্রকাশ করুন।

বালক, পাখি, মেয়ে, বাঘ, গাছ, চুড়ি, লোক।

৩. এক বচনে কোন সংখ্যা নির্দেশ করে?

ক. দুই    খ. তিন    গ. এক    ঘ. চার

**উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।**

## উত্তর

২। বালক = একটি বালক ফুটবল খেলছে।
মেয়ে = মেয়েটি টেবিল টেনিস খেলছে।
পাখি = একটি পাখি উড়ে গেল।
বাঘ = আমি সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়ে একটি বাঘ দেখেছি।
গাছ = বাসার সামনে একটি গাছ আছে।
চুড়ি = চুড়িগাছি ভেঙে গেল।
লোক = একজন লোক বাঁশি বাজাচ্ছে।

৩। গ

# পাঠ ৩

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠটি পড়ে আপনি-**

* বহুবচনের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* কোন কোন জিনিসের বহুবচন হয় না তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* বালংা ভাশায় কি কি উপায়ে বহুবচন গঠিত হয় তা লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## সংজ্ঞা

যে শব্দের সাহায্যে অধিক ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝা যায় তাকে বহুবচন বলে। যেমন-

ছেলেরা বল খেলছে।

মেয়েরা ক্রিকেট খেলছে।

গরুগুলি ঘাস খাচ্ছে।

চেয়ারগুলো ভাঙা। ইত্যাদি।

আমরা প্রথম পাঠেই পড়েছি যে সমস্ত বস্তু গননা করা যায় বা সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় তারই বচন হয়। কিন্তু যা গণনার বিষয় নয় তার বচন হয় না। তাই দুধ, জল, তেল, আটা, ময়দা, চিনি এসবের বচন হয় না। এসব জিনিসকে পরিমাপ করা যায়।

এক লিটার দুধ আনতে হবে।

আধ লিটার পানি আন।

দুই কেজি আটা কিনতে হবে। কিংবা বলা যায় একগ্লাস দুধ খাও, এক বালতি পানি আন। কখনো একটি দুধ, একটি লবন, একটি আটা, একটি জল বলা যায় না। কিনতে গেলে এসব পরিমাপ করে কিনতে হয়। তাই এসবের বহুবচন হয় না।

যদি বলা হয় বাজারের সব ঘিয়ে ভেজাল আছে। এবাক্যে সব ঘি বলতে সব ব্যাণ্ডের ঘি (বাজারের বা দোকানের) কে বোঝায়। এখানে সব ঘিয়ের বহুবচন নয়।

## বাংলা ভাষায় বহুবচন প্রকাশের বিভিন্ন উপায়

১. শব্দের শেষে বিভক্তি বা প্রত্যয় যোগ করে। যেমন রা, এরা, দিগকে, দেরকে, দিগের প্রভৃতি বিভক্তি বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সাথে যোগ করে বহুবচন গঠিত হয়।

যেমন- মেয়েরা, মায়েরা, ছাত্রদের, ছাত্রীরা, ভোটারদের, আমাদের, তোমাদের, তাদের ইত্যাদি।

২. বহুত্ববাচক বা সমষ্টিবাচক শব্দ বিশেষণরূপে বিশেষ্য পদের পূর্বে বসে বহুবচন হয়। যেমন- সব, সকল, সমস্ত ইত্যাদি সমষ্টিবাচক শব্দ বসিয়ে নিচে বহুবচনের উদাহরণ দেয়া হল।

সব মানুষ খারাপ হয় না।

সকল ছাত্র পরীক্ষা পেছাবার বিপক্ষে।

সমস্ত বস্তি তুলে দিতে হবে।

৩. বিশেষ্যের পর সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ করে। যেমন- মানুষগণ, ছাত্রদল, সম্পাদকমণ্ডলী ইত্যাদি।

৪. বিশেষ্যবাচক, বা বিশেষণবাচক শব্দটি পরপর দুবার ব্যবহার করে, অর্থ শব্দের দ্বিরুক্তির সাথে বহুবচন হয়। যেমন- ফুলে, ফুলে, পাতায় পাতায়, বস্তা বস্তা, দিন দিন ইত্যাদি।

৫. শব্দের একবচন রূপে বহুবচন। যেমন- পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়। এখানে পাগলে এবং ছাগলে দুটোতেই বহুবচনের রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল

১. ক. বাংলায় প্রানিবাচক ও অপ্রানিবাচক শব্দের বহুবচন বোঝাতে গুলা, গুলো, গুলি ব্যবহার করা যায়। যেমন-

কুকুরগুলো, ছেলেগুলো, মেয়েগুলো, কাপড়গুলি, টেবিলগুলা ইত্যাদি।

খ. মান্যগণ্য ব্যক্তিদের নামবাচক শব্দের বেলায় গুলা, গুলি, গুলো প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু অশ্রদ্ধা বা বিদ্রুপ প্রকাশ করতে মাঝে মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। যেমন-

কর্মকর্তাগুলো যেন ঘুষ খাবার জন্যই বসে আছে।

গ. জড় পদার্থের বহুবচন প্রকাশের ক্ষেত্রে সব সময়-গুলো, গুলি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন-

চেয়ারগুলো, টেবিলগুলো, মোড়াগুলি, কখনো টেবিলরা চেয়াররা বলা হয় না।

২.ক. সমষ্টিবাচক শব্দ যুক্ত হয়ে যেমন বহুবচন হয়, তেমনি অনেক সময় সংখ্যাবাচক বিশেষণ বিশেষ্যপদের পূর্বে বসে বহুবচন গঠন করে। যেমন-

হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান নয়।

চারজন লোক এগিয়ে আসছে।

খ. অনেক সময় বহুত্ববাচক, সর্বনাম, বিশেষণ রূপে বিশেষ্যের আগে বসে বহুবচন গঠন করে। যেমন- এত, তত, কতক ইত্যাদি। যেমন-

কতক ছাত্র গাছ তলায় বসে আছে।

কতগুলো কলম।

অনেক জেলে মাছ ধরছে।

৩.ক সমষ্টিবাচক শব্দ, বিশেষ্যবাচক পদের পরে যুক্ত হয়ে বহুবচন হয়। কিন্তু এই সমষ্টিবাচক শব্দগুলো সবরকম বিশেষ্যবাচক শব্দের শেষে যুক্ত হয় না। এই সমষ্টিবাচক শব্দগুলো হল : গণ, দল, রাশি, বৃন্দ, কুল, পাল, পুঞ্জ, রাজি, রাশি, বর্গ, শ্রেণী, সমূহ, মহল, আবলী ইত্যাদি।

খ. সাধারণত প্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়- গণ, কুল, পাল, মণ্ডলী, মহল, বর্গ ইত্যাদি সাধারনত সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয় নিচে উদাহরণ দেয়া হল-

দেবগন, মনুষ্যগণ, অলিকুল, পক্ষিকুল, ছাগপাল, পতঙ্গপাল, পরিচালকমণ্ডলী, শিক্ষকমণ্ডলী, বন্ধুমহলে, শিক্ষকমহলে, সৈনিক মহলে, শ্রোতাবর্গ, নেতৃবর্গ ইত্যাদি।

গ. সাধারণ অপ্রানিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়- আবলী, গুচ্ছ, জাল, দাম, রাজি, রাশি, মালা, শ্রেণী ইত্যাদি।

যেমন- দীপাবলী, রচনাবলী, ঘটনাবলী, অলকগুচ্ছ, পুষ্পগুচ্ছ, কেশজাল, শরজাল, কুসুমদাম, শৈবালদাম, আলোকমালা, রত্নরাজি, পুষ্পরাজি, তরুশ্রেণী ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

ঘ. উভয়বাচক শব্দে শ্রেণী, সমূহ, সকল যেমন- অশ্বশ্রেণী, তরুশ্রেণী, ছবিসকল, ছাত্রসকল, লোকসমূহ, গ্রামসমূহ, রাষ্ট্রসমূহ, বন্ধুসকল ইত্যাদি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

**ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :**

**সঠিক উত্তরের টিক (✓) চিহ্ন দিন**

১. কোন বহুবচনটি সঠিক?

ক. আলোকমণ্ডলী খ. আলোকমালা

গ. সব আলোক ঘ. আলোকবৃন্দ

২. কোন বহুবচনবাচক শব্দগুলো কেবল প্রানিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়?

ক. কুল, গণ, পাল খ. নিকর, দাম, গ্রাম

গ. দল, নিচয়, রাশি ঘ. সমূহ, দল, গুচ্ছ

৩. কোনটি অপ্রানিবাচক বহুবচনে ব্যবহৃত হয়?

ক. বৃন্দ খ. কুল

গ. বর্গ ঘ. গুচ্ছ

**খ. রচনামূলক প্রশ্ন :**

১. বহুবচন কাকে বলে উদাহরণসহ লিখুন।

২. প্রানিবাচক শব্দে যে সমষ্টিবাচক শব্দসমূহ যুক্ত হয়ে বহুবচন হয় এমন যে কোন পাঁচটি শব্দযোগে বাক্য রচনা করুন।

৩. বাংলা বহুবচনের নিয়ম অনুযায়ী নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন।

ক.শিক্ষকরাজি, খ. গরুমণ্ডলী, গ.বৃক্ষাবলী, ঘ. ফুলবৃন্দ, ঙ. বনসকল, চ. পাখিগণ, ছ. সুধিসমূহ।

**উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।**

### উত্তর

১. খ ২. ক, ৩. ঘ ৪.ক শিক্ষকবৃন্দ খ. গুরুগুলি গ. বৃক্ষরাজি ঘ. ফুলরাজি ঙ. বনসমূহ চ. পাখিগুলি ছ. সুধিমণ্ডলী

১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর নিজেরা ‘পাঠ-৩’ পড়ে লিখুন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :**

**সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন :**

১. কোন বহুবচনটি কেবলউন্নত প্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত?

ক. কুল    খ. জাল    গ. গণ    ঘ. সমূহ

২. কোনটি সঠিক?

ক. নক্ষত্রগণ    খ. নক্ষত্রকুল    গ. নক্ষত্রগুচ্ছ    ঘ. নক্ষত্রমণ্ডলী

৩. শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক. বাংলা ভাষায় বচন -------------।

খ. বহুবচনে ------------- সংখ্যা নির্দেশ করে।

গ. এক বচনে ------------- সংখ্যা বোঝায়।

ঘ. যা------------- বিষয় নয়, তার বচন হয় না।

৪. নিচের একবচনগুলোকে বহুবচন এবং বহুবচনকে এক বচনে পরিণত করুন।

আমি, তিনি, আপনি, তুমি, কে, যোদ্ধাবৃন্দ, পাখি, স্বজন, দিনগুলি

**ক. রচনামূলক প্রশ্ন :**

১. বচন কাকে বলে? বচন কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন।

২. বাংলা ভাষায় কি কি উপায়ে একবচনকে বহুবচনে পরিণত করা যায় উদাহরণসহ লিখুন।

### উত্তর

৩. ক. দুইপ্রকার,    খ. একাধিক,    গ. একটি    ঘ. গণনার

৪.

| একবচন | বহুবচন |
|---|---|
| আমি | আমরা |
| তিনি | তাঁরা |
| আপনি | আপনারা |
| তুমি | তোমরা |
| কে | কারা |
| যোদ্ধা | যোদ্ধাবৃন্ধ |
| পাখি | পাখিগুলো |
| স্বজন | স্বজনবর্গ |
| দিন | দিনদিন/দিনগুলো |

১. গ,    ২. ঘ